সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এ বনের জীব বৈচিত্র বিশ্বের যে কোন ম্যানগ্রোভ বনের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ। সুন্দরবনর ইকোসিস্টেম এর ওপর পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নির্ভরশীল। সমগ্র সুন্দরবনকে ১৯৯২ সালে 'রামসার সাইট' (Ramsar Site) এবং সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো (Unesco) কর্তৃক 'বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা' (World Heritage Site) ঘোষণা করার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নির্মল ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশ, অসংখ্য নদ নদী ও খালের বিস্তৃতি, স্থানীয় বনজীবিদের মাছ, মধু ইত্যাদি সম্পদ আহরণের ঐতিহ্যবাহী কৌশল সমগ্র বিশ্বের ভ্রমণ পিয়াসু পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত করেছে। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে সুন্দরবনে পর্যটক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দর্শনার্থীদের অপরিকল্পিত ও আকস্মিক ভ্রমণ তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এবং ও সুন্দরবনের পরিবেশ বিনষ্ট করছে।

সুন্দরবনের প্রাচীনতম ঐতিহ্য, মর্যাদা ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং সর্বপরি সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোপনে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দর্শণার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

নীতিমালার উদ্দেশ্য ঃ

১. সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।
২. সুন্দরবনে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা।
৩. পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান করে সুন্দরবন ভ্রমণকে উপভোগ্য করে তোলা।
৪. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা এবং বনজসম্পদের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে তাদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বাঘের আবাস ভূমি ও সমৃদ্ধতম জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণের শত বছরের কৃতীত্ব বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা।
৬. সুন্দরবন সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, এবং বৈচিত্রময় জীবনধারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

সুন্দরবনে ভ্রমণ নীতিমালার মূখ্য বিষয়ঃ

১. পর্যটনের কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া যাতে বিঘ্নিত হতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানে সর্বোচ্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং বি.আই,ডব্লিউ.টি.এ কর্তৃক নৌ চলাচলের অনুমতি ব্যতীত কোন পর্যটকবাহী জলযানকে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৩. সুন্দরবনে অবস্থান কালীন সময় জলযানে পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় মজুদ থাকতে হবে।

৪. সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রেখে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত আকারে সুন্দরবন ভ্রমণ অনুমোদন করা যাবে। '

৫. সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য দর্শনার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করতে হবে। বন বিভাগের নির্ধারিত ষ্টেশন সমূহে উল্লিখিত ফি আদায় করা হবে।

৬. সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী এলাকার পর্যটন কেন্দ্র যেমন করমজল, মুন্সিগঞ্জ বা সমমানের এলাকা ব্যতীত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গমন এবং রাত্রি যাপনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৭. অভয়ারণ্য সমূহে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ, স্বাভাবিক আচরণ, প্রজনন, বংশ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা, অপ্রাপ্ত বন্যপ্রাণীর লালন-পালন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮. সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার পর্যটক ধারণ ক্ষমতার মধ্যে পর্যটক সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

৯. সুন্দরবন ভ্রমণের ন্যূনতম ৩ দিন পূর্বে দায়িত্ব প্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

১০. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও জীবন মানের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১১. সুন্দরবন ভ্রমণকালে প্রচলিত বন আইন, বন্যপ্রাণী আইনসহ সংশ্লিষ্ট বিধি এবং বনকর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, যেখানে সেখানে অবতরণ, বিচরণ, অবস্থান করা যাবেনা।

১২. বনাভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো হাতিয়ার, ফাঁদ, বিষ ইত্যাদি বহন করা যাবে না এবং মাছ বা বন্যপ্রাণী শিকার/ধরার সহায়ক কোন সরঞ্জাম বহন করা যাবে না।

১৩. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কোনো মাইক/মাইক্রোফোন জাতীয় শব্দযন্ত্র, বহণ করা যাবে না। বনের নির্জনতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে হবে।

১৪. পর্যটকবাহী লঞ্চ চলাচলের জন্য নির্দ্ধারিত রুট (Route) অনুসরণ করতে হবে।

১৫. সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য পর্যটক, ট্যুর অপারেটর এবং বন বিভাগকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৬. সর্বোচ্চ ৫০ মিটার দৈর্ঘ পর্যন্ত দোতলা লঞ্চ/জলযান পর্যটকসহ সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারবে। লঞ্চের ব্রীজটি তৃতীয় তলায় থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তৃতীয় তলায় কোন কেবিন থাকবে না।

১৭. লঞ্চ/জলযানে দিনে সর্বোচ্চ ১৫০ জন পর্যটক বহন করা যাবে এবং রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে লঞ্চ/জলযানে সর্বোচ্চ ৭৫ জন পর্যটক বহন করা যাবে।

১৮. পর্যটকবাহী লঞ্চ/জলযান সর্বোচ্চ চার রাত পাঁচ দিন পর্যন্ত সুন্দরবনে অবস্থান করতে পারবে। গবেষণার জন্য বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দরবনে অবস্থান করা যাবে ।

পর্যটকদের দায়িত্ব

১. সুন্দরবন ভ্রমণের ন্যুনতম ৩ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত ফরম এ আবেদন করে অনুমতি গ্রহণ করা।

২. সুন্দরবনে প্রবেশের প্রাক্কালে অনুমতিপত্রে উল্লিখিত বন স্টেশনে লঞ্চ/জলযানসহ উপস্থিত হয়ে নির্দ্ধারিত যাবতীয় রাজস্ব পরিশোধ করা। ভ্রমণ শেষে নির্দেশিত ষ্টেশনে পাশ সমর্পণ করা।

৩. সুন্দরবনে প্রবেশপথে বা অবস্থান/ভ্রমণকালে বনকর্মী বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক পর্যটন সেবার মান যাচাই বা সুন্দরবনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যাঁচাই কল্পে নৌযান পরিদর্শনকালে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

৪. অভয়ারণ্য এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকার নির্দ্ধারিত পৃথক এন্ট্রি ফি প্রদান করা।

৫. সুন্দরবনে নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানের প্রয়োজন হলে নিকটস্থ বন কর্মকর্তার নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানিয়ে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সহ অনুমতি গ্রহণ করা। কোনভাবেই তা সর্বোচ্চ নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত হবে না।

৬. সুন্দরবনে প্রবেশ করার পর জলে/স্থলে কোনভাবেই কোন আবর্জনা না ফেলা এবং জলযানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

৭. বন বিভাগের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সুন্দরবনে রাত্রিযাপন না করা।

৮. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছাত্র/ছাত্রীদের হ্রাসকৃত রাজস্ব পরিশোধের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে ভ্রমণকারীদের তালিকাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ করা। প্রতি ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবক হিসাবে ন্যুনতম ০১ জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা।

৯. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কর্তব্যরত বন কর্মচারীদের সাথে শোভনীয় আচরণ করা এবং দায়িত্বরত বন কর্মচারীর উপদেশ মূলক নির্দেশনা প্রতিপালন করা।

১০. সুন্দরবন ভ্রমনের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা। সুন্দরবনের জলে স্থলে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

১১. সুন্দরবনে দলছুট অবস্থায় একাকী চলাফেরা না করা। সাগর, নদী বা খালের পানিতে অবতরণ না করা এবং গোসল করা ও সাতার কাটা থেকে বিরত থাকা।

১২. সুন্দরবনের প্রাণীকূল ভয় পেতে পারে কিংবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা।

ট্যুর অপারেটরদের দায়িত্ব

১. স্বাভাবিক মাত্রার অধিক শব্দ সৃষ্টিকারী, অতিরিক্ত/কালো ধোয়া উদগীরণকারী বা ত্রুটিপূর্ণ কোন জলযান পর্যটক পরিবহনে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং পর্যটকবাহী লঞ্চে বর্জ্য রাখার ব্যবস্থা রাখা।

২. পর্যটকদের সুন্দরবনে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় বনে প্রবেশের পূর্বেই জলযানে মজুদ রাখা।

৩. পর্যটকবাহী নৌযানে পর্যটক ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও লাইফ জ্যাকেট সহ অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ মান সম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং শয়ন বিশ্রামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা।

৪. পর্যটকবাহী লঞ্চে সৌর শক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট থাকা। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে শব্দ সৃষ্টিকারী জেনারেটর বহন থেকে বিরত থাকা। রাত ১০.০০ টার পর জলযানে ব্যবহৃত জেনারেটর বন্ধ রাখা।

৫. পর্যটকবাহী জলযানে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার জীবিত গরু/ছাগল/মহিষ/ভেড়া জাতীয় প্রাণী বা উল্লিখিত প্রাণীর মাংস বা রেড মিট বহন না করা।

৬. প্রতিটি জলযানের সাথে ছোট ইঞ্জিন/হস্তচালিত নৌকা/স্পিডবোট বহন করা এবং মূল জলযান/লঞ্চ থেকে ছোট নৌকা/স্পিডবোটে নিরাপদে ওঠানামার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. প্রতিটি পর্যটকবাহী জলযানে ন্যূনতম ১ জন প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড এবং ৪০ জনের অধিক পর্যটকের জন্য ন্যূনতম ২ জন প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড রাখার ব্যবস্থা করা।

৮. সুন্দরবন ভ্রমণকালীন বনের বিভিন্ন স্থাপনা (জেটি, পন্টুন, ওয়াচ টাওয়ার, বিশ্রামাগার, ফুট ট্রেইল ইত্যাদি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করা।

৯. সুন্দরবন প্রবেশ ও নির্গমন কালে নির্দ্ধারিত ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র প্রদর্শন ও সরকারী রশিদ এর বিপরীতে রাজস্ব/ফি পরিশোধ করা।

১০. পর্যটকবাহী জলযানে বন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখা। নিরাপত্তারক্ষীর কক্ষে কোনো পর্যটক প্রবেশ/অবস্থান না করার বিষয় নিশ্চিত করা।

১১. সুন্দরবন প্রবেশ পথে বা প্রবেশের পর যে কোন স্থানে বনকর্মী/আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃক জলযান তল্লাশীকালে পূর্ণ সহযোগীতা প্রদান করা।

১২. সুন্দরবনের যেখানে সেখানে অকারণে লঞ্চ/জলযান নোঙর না করা। পর্যটকবাহী মূল জলযান বন বিভাগের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত জেটি বা পল্টুনের সাথে বাঁধা থেকে বিরত থাকা।

১৩. বনাভ্যন্তরে রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটকের সংখ্যা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত রাত্রিকালীন ধারন ক্ষমতা বা ৭৫ জন (যেটি কম) এর অধিক না রাখা।

১৪. সুন্দরবনে নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানের প্রয়োজন হলে নিকটস্থ বন কর্মকর্তার নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানিয়ে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সহ অনুমতি গ্রহণ করা। তবে কোনভাবেই সর্বোচ্চ সময়সীমার অধিক হবে না।

১৫. বন অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা গেলে বা আলামত পাওয়া গেলে নিকটস্থ বন অফিসে তা অবহিত করা এবং অপরাধ/দুর্ঘটনা উদঘাটন বা প্রতিরোধে বনকর্মীদেরকে সহযোগীতা করা।

১৬. সুন্দরবন ভ্রমণে অনুসরণীয় বিষয় এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা।

১৭. আবহাওয়া ও জোয়ার ভাটার সময়সূচী অনুসরণ করে পর্যটকদের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক রাখা।

১৮. বনকর্মীদের অবহিত না করে পর্যটকদেরকে ছোট নৌকা, স্পীড বোট ইত্যাদি যোগে বা পদব্রজে সুন্দরবনের যত্র-তত্র ভ্রমণে বিরত রাখা।

১৯. অনুমতিপ্রাপ্ত নির্ধারিত রুটের বাহিরে ভ্রমণ না করা।

২০. সুন্দরবনে অবস্থানকালীন সময় বন বিভাগের কোন স্থাপনার ক্ষতি করা হলে তা জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া।

২১. সুন্দরবনের প্রাণীকূল ভয় পেতে পারে কিংবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা।

বন বিভাগের দায়িত্ব

১. সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে ১ দিনের (২৪ ঘন্টা) মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
২. সরকারী ছুটি বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভ্রমণকারীদের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ ও অনুমতি পত্র ইস্যুর ব্যবস্থা করা।
৩. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য প্রবেশ ফি, জলযান রেজিষ্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য যে কোন ধরনের আদায়যোগ্য ফি এর একটি তালিকা বিভাগীয় দপ্তরে এবং পর্যটকদের প্রবেশ পথের স্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।
৪. সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পটে কতগুলি লঞ্চ/জলযান অবস্থান অনুমোদনযোগ্য তা নির্ধারণ করে যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৫. পর্যটকগণ যাতে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ সম্পন্ন করতে পারে সে বিষয়ে ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকদের সহযোগীতা করা।
৬. সুন্দরবনে দর্শনীয় স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও রুট ম্যাপ সম্বলিত বুকলেট পর্যটকদের প্রদান করা (মজুদ থাকা স্বাপেক্ষে) পর্যটকদের প্রদান করা।
৭. প্রবেশ ফি আদায় এবং কোন কারণে জলযান তল্লাশীকালে যাতে পর্যটকগণ অযথা হয়রানীর সম্মূখীন না হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।
৮. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ অঞ্চলে/জায়গায় সুন্দরবনে ভ্রমণকালে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে পর্যটকদের সতর্কতা মূলক নির্দেশনা (ইংরেজী ও বাংলায়) প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।
৯. বন আইন, ১৯২৭ বা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি/নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
১০. নীতিমালার যে-কোনো শর্ত ভঙ্গের জন্য ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ/জলযানের সুন্দরবনে ভ্রমণের রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা জরিমানা আদায় করা।
১১. অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি স্টেশনে অভিযোগ বাক্স স্থাপনের ব্যবস্থা করা। পর্যটকদের নিকট হতে বনকর্মীর আচরণ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।
১২. আপদ ও দূর্যোগকালীন সময়ে যথা যান্ত্রিক ত্রুটি, আকস্মিক দূর্ঘটনা, ভুলপথে চালিত নৌযানকে সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করা।
১৩. সুন্দরবন ভ্রমণের রুট নির্ধারণ করা এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য আবেদনের ফরম

১.	আবেদনের তারিখ	ঃ
২.	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ
৩.	মালিকের নাম	ঃ
৪.	মালিকের পক্ষে আবেদনকারীর নাম ও পদবী	ঃ
৫.	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ
৬.	ই-মেইল	ঃ
৭.	ওয়েবসাইট	ঃ
৮.	মোবাইল নম্বর	ঃ
৯.	টেলিফোন নম্বর	ঃ
১০.	জলযানের বিবরণ	ঃ
১১.	বন বিভাগ কর্তৃক জলযানের নিবন্ধন নম্বর	ঃ
১২.	সমূদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক মূল রেজিষ্ট্রেশন ও হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ এর অনুমতি পত্রের সত্যায়িত কপি	ঃ
১৩.	মূল জলযানের সাথে নেয়া ডিঙ্গি/ট্রলার/স্পিডবোটের সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ
১৪.	ক্রুর সংখ্যা (নাম ও ন্যাশনাল আইডি-এর কপি)	ঃ
১৫.	ভ্রমণকারীদের তালিকা	ঃ
১৬.	বাংলাদেশী (নাম, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও জন্ম তারিখ)	ঃ
১৭.	বিদেশী (নাম, পাসপোর্ট নম্বর, জন্ম তারিখসহ পাসপোর্টের ফটোকপি)	ঃ

১৮. ভ্রমণের তারিখ ঃ ক) শুরু ঃ .... খ) শেষ ঃ ....

১৯.	ভ্রমণের নির্দ্ধারিত রুট	ঃ	
২০.	অভয়ারণ্যের নাম ও অবস্থানের তারিখ	ঃ	
২১.	যে স্টেশনে রাজস্ব প্রদান করতে ইচ্ছুক	ঃ	
২২.	ট্যুর গাইডের নাম, ঠিকানা ও বন বিভাগ কর্তৃক রেজিষ্টেশন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ	
	ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিজস্ব প্যাডে ছাত্র–ছাত্রীদের নাম ঠিকানাসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পৃথক তালিকা	ঃ	সংযুক্ত করা হয়েছে/সংযুক্ত করা হয়নি

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আবেদনের ফরম এ প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক। কোনো তথ্য গোপন করা হয়নি। সরকার কর্তৃক সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য প্রণীত নীতিমালার সকল শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

(স্বাক্ষর)
নাম ও ঠিকানা

অফিস কর্তৃক পূরণীয়

নিরাপত্তা সেন্ট্রির নাম	নম্বর	দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার অফিসের পারমিটের স্মারক নম্বর ও তারিখ
১।		
২।		

অফিস প্রধানের স্বাক্ষর
নাম ও পদবী